অগ্রভাগে ডেকে এনে করহ বারণ।
আর যেন সাধু হিংসা না করে কখন।।
সাহেবের মাতা বলে 'ওরে ডিক্ আয়।
সেলাম করহ সবে ঠাকুরের পায়।।'
সেলাম করিল যদি সাহেবের মাতা।
পরিবার সহ ডিক্ নোয়াইল মাথা।।
ঠাকুরের সম্মুখেতে সাহেব দাঁড়ায়।
সেলাম করিয়া সবে করিল বিদায়।।
সাহেবের মাতা কহে 'শুনহে ঠাকুর।
সুখে যেন থাকে ডিক্ কুঠি জোনাসুর।।'
কুঠি হ'তে 'মতো' সব হইল বিদায়।
চতুর্গুণ স্ফূর্ত্তি হ'ল হরিগুণ গায়।।
নাচে গায় সব সাধু হীরামন হাসে।
সবে সম সম ভাব এই উল্লাসে।।
হীরামনে দেখি ডিক্ সাহেবের মায়।
বলে ডিক্ 'এই লোক সামান্য তো নয়।।
ঠাকুরে দেখিয়া মম জীবন প্রফুল্ল।
ইহাকেও দেখা যায় ঠাকুরের তুল্য।।
যারে দেখে সেই যেন ভাবের পাগল।
নাচে গায় ঢ'লে পড়ে প্রেমেতে বিভোল।।
এই বস্ত্র পরিধান নহে ধৌত কাঁচা।
অর্দ্ধবাস গলে বেড়া নাহি দেয় কোঁচা।।
পিছু হ'তে বোধ হয় বাঙ্গালী-প্রকৃতি।
সম্মুখে দেখায় যেন পুরুষ আকৃতি।।
ক্ষণে নারী ক্ষণে নর বলে বোধ হয়।
গভীর চরিত্র যেন চিনা নাহি যায়।।'
দয়াল শ্রীহরি সাহেবেরে দিল চিনা।
হরিগুণ গাও সদা তারক রসনা।।
শেষ লীলা লীলার প্রধান সর্ব্বসার।
হরি হরি বল কহে কবি সরকার।

মহাপ্রভুর কুঠি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

নাচিতে নাচিতে চলে, 'মতুয়াগণ' মিলে,
বাহু তুলে বলে হরিবল।
কেহ আগে কেহ পিছে, গেল সে নিয়ম ঘুচে,
চলিল যেন চৌদ্দ মাদল।।
কেহ করে গাল বাদ্য, কেহ করে কক্ষ বাদ্য,
কেহ কেহ বক্ষঃ চাপড়ায়।
বাহুতে মারিয়া থাবা, কেহ বলে 'কই বাবা'
কেহ এক চরণে লাফায়।।
কেহ বলে 'জয় জয়, জয় হরিচাঁদ জয়',
কেহ বলে 'জয় হীরামন।'
বিশে দরবেশ জয়, গোলকচাঁদের জয়,
কেহ বলে জয় ভক্তগণ।।
জয় দশরথ জয়, জয় রামতনু জয়,
জয় জয় ত্রিভুবন জয়।
ডিক্ সাহেবের জয়, জয়তার মাতৃ জয়,
পালাইল দুরন্ত শমন।।
কেহ বলে 'বল ওকি, শমন পালা'বে সে কি,
পালা'ব কি শমন আসুক।
এই কীর্ত্তনের মাঝে, কাঙ্গাল বেহাল সেজে,
যম এসে সঙ্গেতে নাচুক।।'
সুমধুর উচ্চৈঃস্বরে, দৈববাণী শূন্যোপরে,
বলে 'আমি এসেছি শমন।
আছি কীর্ত্তন উৎসবে, তোমরা মহৎ সবে,
আমারে তাড়াও কি কারণ'।।
এইমত ভাবাবেশে, দশরথ বাড়ী এসে,
হরি বলে নাচে আর গায়।
সবে সমভাব ধরে, কে কারে বারণ করে,
অর্দ্ধ বিভাবরী গত হয়।।